

PRESS RELEASE

Upcoming Government Mediation Rules to Recognise ADR Institutions, Such as BIAC

12 September 2015

Bangladesh International Arbitration Centre (BIAC) - country's first and only Alternative Dispute Resolution (ADR) institution, has stepped into its 5th year of functioning. As part of its 4th celebration, BIAC held a Seminar on "**Alternative Dispute Resolution- The Way Forward**" on Saturday, 12th September 2015 at Pan Pacific Sonargaon hotel. The Seminar was presided over by Mr. Mahbubur Rahman, Chairman BIAC.

Welcoming the guests, the Chairman-BIAC acknowledged the economic growth of Bangladesh over the past decades which is expected to rise further. He highlighted the role of an ADR Institution in enhancing economic growth through building a business friendly environment. Over the last four years BIAC has conducted numerous training courses in Arbitration and Mediation and organised various outreach programmes on ADR. Observing a high interest from different organisations to be associated with BIAC, it has announced the launch of its Membership Panel. Chairman-BIAC thanked all who supported BIAC.

Special Guest Hon'ble Mr. Anisul Huq, MP, Minister for Law, Justice & Parliamentary Affairs, accredited BIAC for its effort and commitment to promote ADR in the country. He further mentioned that the Law Ministry is making all out effort to finalise the Mediation Rules to complement the Civil Procedure Code and the possibility of recognition of ADR institutions, such as BIAC, in the said Rules. He also mentioned that the Government has instructed inclusion of arbitration clause in every government contracts that has a value of up to US\$ 50 million and to hold the arbitrations in Dhaka alone.

Hon'ble Tofail Ahmed, MP, Minister for Commerce as the Chief Guest at the Seminar congratulated BIAC on successfully completing four eventful years. He acknowledged that inclusion of ADR clauses in government contracts is a common practice in developed and developing countries, including Bangladesh and suggested the adoption of ADR under BIAC Rules in such cases. He also thanked ICC-Bangladesh; DCCI and MCCI, Dhaka for setting up this Centre under private sector initiative.

Former Chief Justice Latifur Rahman, one of the key speakers, mentioned that effective steps for alternative dispute resolution is vital to make Bangladesh an investment oriented country. Mr. Mohammad Shahidul Haque, Secretary, Legislative & Parliamentary Affairs Division highlighted the need to implement the already-in-place ADR provisions in our laws; Barrister Ajmalul Hossain, QC suggested introducing sole Arbitrator, in place of three (3), in order to save time in Arbitration, as practiced internationally.

Ms. Sarah Cooke, Head of DFID Bangladesh mentioned that DFID is very happy to be associated with BIAC in creating an investment friendly climate in Bangladesh. Dr. M. Masrur Reaz, Program Manager, IFC, Bangladesh, Mr. Anis A. Khan, Acting President, MCCI, Dhaka and Mr. Humayun Rashid, Acting President, DCCI, all congratulated BIAC on its success and participated in deliberations.

Former Chief Justice and Justice, senior lawyers, senior government officers, distinguished business leaders and prominent businessmen and media personalities attended the Seminar.

প্রেস রিলিজ

আসন্ন সরকারের মেডিয়েশন রুলস এ বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিয়াক এর ন্যয় প্রতিষ্ঠান-কে স্বীকৃতি প্রদান করা হবে।

শনিবার, ১২ সেপ্টেম্বর, ২০১৫

বিয়াক বাংলাদেশের আরবিট্রেশন ও মেডিয়েশন সার্ভিস প্রদানকারী প্রথম ও একমাত্র প্রতিষ্ঠান যা এ বছর তার কার্যক্রমের ৫ম বর্ষে পদার্পন করেছে। এ আয়োজনের অংশ হিসাবে ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে প্যান প্যাসেফিক সোনারগাঁও হোটেলে বিয়াক প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী সেমিনার “অলটারনেটিভ ডিসপিউট রেজুলেশন: দা ওয়ে ফরওয়ার্ড” অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিয়াক কাউন্সিলের চেয়ারম্যান মাহবুবুর রহমান অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

অতিথিদের স্বাগত জানিয়ে মাহবুবুর রহমান চেয়ারম্যান বিয়াক গত কয়েক দশক ধরে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে তা ভবিষ্যতে আরো বৃদ্ধি পাবে বলে আশা প্রকাশ করেন। তিনি প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধিতে ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ নির্মাণে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা তুলে ধরেন। গত চার বছর ধরে বিয়াক আরবিট্রেশন এবং মেডিয়েশন সম্পর্কিত অসংখ্য প্রশিক্ষণ কোর্সের পাশাপাশি বিভিন্ন প্রচার কর্মসূচীর আয়োজন করেছে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান বিয়াক এর সাথে যুক্ত হওয়ার উচ্চ আগ্রহ প্রকাশ করায়, উক্ত অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠাসমূহের জন্য বিয়াকের সদস্যপদ প্যানেলের অন্তর্ভুক্তির উদ্বোধন ঘোষণা করা হয়। বিয়াকের চেয়ারম্যান তার সকল সহায়তা প্রদানকারীকে ধন্যবাদ প্রদান করেন।

সেমিনারে বিশেষ অতিথি আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনিসুল হক, এম.পি, দেশে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি এর পরিচিতি উন্নীত করণে বিয়াকের প্রচেষ্টা এবং ভূমিকার প্রশংসা করেন। আইন মন্ত্রণালয় সিভিল প্রসিডিউর কোড পরিপূর্ণ করার জন্য মেডিয়েশন বিধি তৈরী কাজ চূড়ান্ত করতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করছে এবং উক্ত বিধিতে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিয়াক এর ন্যয় প্রতিষ্ঠান-কে স্বীকৃতি প্রদানের ও সম্ভাবনা রয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন সরকার ইতিমধ্যে নির্দেশ প্রদান করেছে সরকারের যে সকল চুক্তির মান সর্বোচ্চ ৫০ মিলিয়ন সে সকল চুক্তিতে আরবিট্রেশন অন্তর্ভুক্ত করণে এবং এই সকল আরবিট্রেশনের একমাত্র স্থান হবে ঢাকা।

সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসাবে বাণিজ্য মন্ত্রী মাননীয় তোফায়েল আহমেদ এমপি, সফলভাবে চার বছর অতিক্রম করার জন্য বিয়াককে অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন সরকারি চুক্তিসমূহে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি ধারা অন্তর্ভুক্তি উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশে একটি প্রচলিত অভ্যাস, বাংলাদেশ ও এর ব্যতিক্রম নয়। তিনি এক্ষেত্রে বিয়াক রুলস কে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানকে পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি বেসরকারি খাতে এই সেন্টার (বিয়াক) স্থাপনের জন্য ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স-বাংলাদেশ (আইসিসি-বি), ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই), মেট্রোপলিটান চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি, ঢাকা (এমসিসিআই) কে ধন্যবাদ প্রদান করেন।

প্রধান বক্তাদের একজন সাবেক প্রধান বিচারপতি লতিফুর রহমান উল্লেখ করেন যে, বাংলাদেশকে একটি বিনিয়োগ ভিত্তিক দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়ার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। অপর বক্তা লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সচিব জনাব মোহাম্মদ শহিদুল হক আমাদের প্রচলিত আইনী ব্যবস্থার পাশাপাশি বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির বিধান বাস্তবায়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। শেষ বক্তা হিসাবে ব্যরিস্টার আজমালুল হোসেন, কিউ সি, আরবিট্রেশনের সময় সংকোচনের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিকভাবে ব্যবহৃত তিনজনের পরিবর্তে একমাত্র আরবিট্রিটর প্রবর্তনের সুপারিশ করেন।

ডিএফআইডি এর বাংলাদেশের প্রধান সারা কুক উল্লেখ করেন যে ডিএফআইডি, বিয়াকের সাথে যুক্ত হয়ে বাংলাদেশে বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখতে পেরে খুবই আনন্দিত। ড. এম মাসরুর রিয়াজ প্রোগ্রাম ম্যানেজার আইএফসি বাংলাদেশ, জনাব আনিস এ খান, ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট এমসিসিআই ঢাকা এবং হুমায়ুন রশিদ ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট ডিসিসিআই তাদের শুভেচ্ছা বক্তব্যে বিয়াক কে অভিনন্দন জানান।

প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি জেষ্ঠ্য আইনজীবী উর্দ্ধতন সরকারি কর্মকর্তা, প্রখ্যাত ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ, ব্যবসায়ী বৃন্দ এবং মিডিয়া ব্যক্তিত্ব এই সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন।